তারিখ 28 SEP 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 8

ডিগ্রীধারী ৫ হাজার সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন কমিয়ে দেয়া হলো

।। কার্তিক চাটার্জী ।।

অর্থ মন্ত্রণালয় এক সার্কুলার বলে সারাদেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত স্নাতক ডিগ্রীধারী প্রায় পাঁচ হাজার প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের বেতন কমিয়ে দিয়েছে। একই সাথে গত '৭৩ সাল থেকে তারা যে বেতন পেয়েছেন তার বাড়তি অংশ (বর্তমান বেতন স্কেল অনুযায়ী) কেটে নেয়ারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ঐসব শিক্ষক সংশোধিত

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

৫ হাজার শিক্ষক

(১ম পাতার পর)

বেতন স্কেল অনুযায়ী (৭শ' টাকার স্কেলে) '৮৫ সালের জুন মাস থেকে মূল বেতন ও অতিরিক্ত সুবিধা (এক্সট্রা বেনিফিট)সহ মাসিক বেতন পেয়ে আসছিলেন দু' হাজার টাকার ওপরে।

কিন্তু সরকারী এই সিদ্ধান্তের ফলে তাদের মাসিক বেতন দেড় হাজার টাকায় নেমে আসবে। একেই সাম্প্রতিক বন্যায় সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এই অবস্থায় শিক্ষকের বেতন কর্তন ও আগে দেয়া বেতন ফেরত দেয়ার আদেশে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। তারা সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির কাছে দেয়া এক আবেদনে বেতন স্কেল, ইনক্রিমেন্ট ও অন্যান্য সুবিধা বহাল রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন।

ঐসব প্রশিক্ষণবিহীন ডিগ্রীধারী শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করে আসছেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় জারিকৃত এক সার্কুলারে বলা হয় যে, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগবিধি অনুযায়ী সরাসরি নিয়োগের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিক। এসএসসিসহ পিটিআই পাস ধার্য আছে। যেহেতু প্রশিক্ষণবিহীন স্নাতক ডিগ্রী উক্ত ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন নয়, সেহেতু এধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকগণকে নিম্নযোগ্যতা তথা ম্যাট্রিক/এসএসসি যোগ্যতাসম্পন্নদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্কেলে বেতন প্রদান করতে হবে।

ঐ সার্কুলারের সূত্র ধরে গত মাসে জারিকৃত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশে বলা হয়: সরকারী নির্দেশ মোতাবেক প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের বেতন পুনঃনির্ধারণ করতঃ বেতন-ভাতা তুলতে (আহরণ) হবে এবং বিগত বছরগুলোতে নেয়া অতিরিক্ত বেতন-ভাতা ফেরত দিতে হবে। ঐ নির্দেশে ব্যতিক্রম স্কেলে বেতন গ্রহীতা শিক্ষকদের নামের তালিকা ও এ পর্যন্ত গৃহীত বেতনের টাকার পরিমাণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসারের কার্যালয়ে জানাতে বলা হয়েছে। শিক্ষকদের তালিকা ও গ্রহণকৃত অতিরিক্ত টাকার পরিমাণ না জানালে সেপ্টেম্বর '৮৮ মাসের বিল পাস করানো হবে না বলে জানানো হয়েছে।